দলীয় নাটক

চরিত্রে: তাঈন, অহিন, তামিম, রাফি, ফাইয়াজ, আরিবা, সাজিদ, পার্থ, সিয়াম আপন এবং আবদুল্লাহ

[**দৃশ্য ১:** ক্লাসরুম]

(চরিত্রসমুহ: স্যার- আবদুল্লাহ; গ্রুপ A- তামিম, রাফি, ফাইয়াজ; গ্রুপ B- আপন, পার্থ)

[প্রতিদিনের মতন একটি একঘেয়ে Math ক্লাস চলছে। স্যার whiteboard এ লিখে চলেছেন, এদিকে একদল ছাত্রের মুখে (?)'র ছাপ, যেন তারা কিছুই বুঝছে না। অন্যদিকে একদল ছাত্র বেশ সজাগ, তারা খুব উপভোগ করছে ক্লাসটি]

স্যার : আজকে আর পড়াবো না, এখানেই থাক। See you in the next class!

[স্যারের প্রস্থান করার মূহুর্তে পেছন থেকে এক ছাত্রের প্রশ্ন]

তামিম : স্যার! মিডের আর মাত্র ৭ দিন বাকি আছে। আপনি বলসিলেন একটা CT নিবেন আমাদের, সেটার ব্যাপারে যদি একটু বলতেন...

স্যার : ও হ্যা তাইতো! (উচ্ছাস) আমার মনেই ছিলো না, thanks তামিম! তাহলে next class এই CT নিয়ে নেই, syllabus হিসেবে এ অবধি যা যা পড়িয়েছি সবই থাকবে।

[অপর দলের মাঝে ফিসফিস, অসন্তোষ প্রকাশ]

আপন : স্যার! (আকুতির স্বরে) syllabus টা খুব বড় হয়ে যায় এমন হলে... syllabus টা যদি একটু কমাতেন তো ভালোভাবে preparation নিতে পারতাম।

ফাইয়াজ : (তীব্রভাবে) না না স্যার! Syllabus এটাই থাকুক, এতে আমাদের একইসাথে মিডের preparation হয়ে যাবে!

পার্থ : স্যার এই week এ আরো ২টা CT আর assignment আছে। পরীক্ষাটা কি মিডের পরে নেয়া যায় স্যার?

স্যার : (কিছুটা গম্ভীর স্বরে) উহুম, তা হবে না... সামনেই মিড, তোমাদের ভালো প্রিপারেশনেরও দরকার আছে। সিলেবাস যা ছিলো তা-ই থাকবে।

রাফি : (খুশি হয়ে) thank you sir! এই পরীক্ষাটা মিডের আগে খুব প্রয়োজন ছিলো!

স্যার : তাই বলেই পুরো সিলেবাস রাখলাম, ভালোভাবে তৈরি হয়ো সবাই। শুভকামনা!

[হাত নাড়িয়ে স্যারের প্রস্থান এবং দৃশ্যের সমাপ্তি]

[**দৃশ্য ২:** ক্লাসরুম]

(চরিত্রসমুহ: গ্রুপ A- রাফি, ফাইয়াজ, অহিন, তামিম, তাঈন; গ্রুপ B- আরিবা, সাজিদ, সিয়াম, আপন, পার্থ)

[স্যার ক্লাস থেকে যেতে না যেতেই ক্লাসে শুরু হয়ে যায় শোরগোল, (???)]

পার্থ : (উচ্চস্বরে) খুব ভালো কাজ করসোস তোরা তাইনা? স্যারের মন জয় করে ফেললি একদম। নিজের ভালো ছাড়া অন্যেরটা কি তোরা কোনোদিনও বুঝবি না?

রাফি : (রেগে গিয়ে) এখানে লাভের কি দেখসস তুই? এভাবে বলার মানে কী?

সাজিদ : (কটাক্ষের সুরে) আহহ..... আইসে আরেক আঁতেল! পড়াশোনা করে একদম বিদ্যাসাগর হয়ে গেসস তোরা একেকটা!

ফাইয়াজ : আঁতেল মানে? যেটা করা উচিত ছিলো, তামিম তো সেটাই করসে, এখানে খারাপের কী আছে? নিজেরা পড়িসনা বলে কী আমাদেরকেও পড়তে দিবিনা? নিজেদের মতোন থাক!

[দ্বিতীয় গ্রুপের দিকে আলো (??)]

আরিবা : দেখসস সাজিদ! এরা সবসময় নিজেরটাই বুঝবে, কোনোদিনও মানুষের কথা ভাববে না। আচ্ছা রাফি ছেলেটা এমন কেন? (ভেংচি কেটে) কীভাবে যেন কথা বলে! সুন্দর করে কথা বলতে জানেনা নাকি?

আপন : তোরা তাঈনকে কীভাবে ভুলে যাস? ও হচ্ছে মিচকা শয়তান, দেখাবে সে অনেক ভদ্র, অথচ সেদিন সাজিদকে খেলার সময়ে কী অপমানটাই না করলো! ভাবা যায় একসময় এরাই আমাদের বন্ধু ছিলো?

সাজিদ : অহিন ছেলেটার মধ্যে সমস্যা আছে, দরকার ছাড়াই কথা বলে, বাজে বাজে কথা বলতেও ছাড়ে না!

সিয়াম : ফাইয়াজও কম খারাপ না! অন্যায় করবে ঠিকই আবার নিজের গা-ও বাচিয়ে চলবে, যত্তসব!!

[প্রথম গ্রুপের দিকে আলো (???)]

রাফি : পার্থকে নিয়ে আমার আসলে কিসুই বলার নাই, ভেবেচিন্তে কথা বলতে কোনদিনও পারেনাই, পারবেওনা.... সত্যিই ভাই, এই ছেলেটা আসলেই খারাপ!

ফাইয়াজ : আরেহ এটা তো কিছুই না! সিয়াম তো আরো এক ধাপ আগানো! যেখানেই যাবে একটা ঝামেলা বাঁধিয়েই ছাড়বে!

অহিন : আপনের CP নিয়ে bragging এর জ্বালায় যেন ক্লাসে টেকাই যায়না! এমন ভাব তার... দেখলেই বুঝা যায়, ওর খুব জ্বলে আমাকে দেখলে, খালি বলতে পারেনা!!

তামিম : শুধু তাই না! আপনের ভাব দেখে লাগে যেন সে সবই পারে, কিন্তু কাজের বেলায় (ভেংচি কেটে) big zero! সাজিদও এমন ভান করে, মনে হয় যেন ধোয়া তুলসি পাতা!

তাঈন : আরিবা এমন ভাব করে যেন তাদের মতন ভদ্র দ্বিতীয়টা নাই... সেদিন ওরা আমার presentation দেখে যেই হাসাহাসিটা করল!! এমনভাবে বললো

যেন মনে হয় ওদের presentation best হইসে? স্যার লজ্জায় মুখ চেপে রাখসিলেন বলে রক্ষা পাইসে, সেটা কিন্তু স্বীকার করবে না!!!

[(???) দৃশ্যের সমাপ্তি]

[**দৃশ্য ৩:** পার্ক]

(চরিত্রসমূহ: অহিন, আরিবা)

[আরিবা অপেক্ষমাণ, অহিনের প্রবেশ]

অহিন : আরে আরিবা? কী হয়েছে? হঠাৎ ডাকলে যে?

আরিবা : (ক্ষীণ স্বরে) আমার খুব ভয় করছে অহিন... আমাদের বন্ধুরা সবসময় কেমন ঝগড়া করতে থাকে... কেন যেন মনে হচ্ছে, খুব বাজে কিছু ঘটবে!

অহিন : আহা... এতো ভাবছো কেন বলোতো? তেমন কিছুই হবেনা আশা করি, সব ঠিক হয়ে যাবে...

আরিবা : সেটা কীভাবে বলো? দেখলে না আজকেও কেমন তুমুল ঝগড়া হল ক্লাসের ভিতরে? ছোট ছোট বিষয়ে ওরা এতো রেগে যায়!!

অহিন : উম... হ্যা এটা নিয়ে আমিও অনেক চিন্তিত বুঝলে! তাও মনে আশা আছে সব ঠিক হবেই একদিন না একদিন!

আরিবা : এমন যদি চলতে থাকে তখন আমাদের কী হবে ভেবে দেখেছো? আমাদের দেখা করাই মুশকিল হয়ে যাবে পরে (মুখে হতাশার ছাপ)!

অহিন : আরিবা তুমি অনেক চিন্তা করছো এটা নিয়ে... শোনো, যত যা-ই হয়ে যাক না কেন, আমাদের মাঝে কোনো সমস্যা তৈরি করতে পারবে না কেও কোনোদিনও!

আরিবা : কিন্তু আমার তো সবথেকে বেশি চিন্তা হয় তোমাকে নিয়ে... যদি তোমার কিছু হয়ে যায়?

অহিন : আমাকে নিয়ে তুমি একদমই ভেবোনা... (আবেগ নিয়ে) আমি আছি তোমার সাথে, থাকবো তোমার সাথেই... তোমাকে কোনোদিনও ছাড়বো না! চলো, এসব ভাবনা বাদ দিয়ে কোথাও দিয়ে বসি...।

[সিটে বসে পড়লো দুজনে]

অহিন : (চিন্তিত হয়ে) তোমার এই মলিন চেহারা আমার ভালো লাগছেনা আরিবা, একটু হাসবে?

আরিবা : আমার এখন আর খারাপ লাগছে না, এই যে তুমি আছ! সব চিন্তা মাথা থেকে চলে গিয়েছে!

অহিন : (বিস্ময়ে) তাই?

[আরিবা হ্যা সূচক মাথা নাড়লো]

অহিন : তোমার গান শুনিনা বহুদিন হলো, একটা গান ধরবে? এই খোলা আকাশ, সাথে তোমার গান অপূর্ব শোনাবে!

আরিবা : (অবাক হয়ে) সত্যি বলছো?!

[অহিনও হ্যা সূচক মাথা নাড়ে, আরিবা কয়েক লাইন গান করে শোনায়। অহিন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আরিবার দিকে]

আরিবা : কী হলো? (বিস্ময়ে) বলো কেমন লাগলো? (অনেকক্ষণ উত্তর না পেয়ে) কিছু তো বলো??

অহিন : (আরিবার দিকে স্তব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে) তোমার এই দুচোখেই দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ... আমি তোমাকে ভালোবাসি, আরিবা...

[দৃশ্যের সমাপ্তি]

[**দৃশ্য ৪**: Random]

(গ্রুপ A এর সকলে আগেই দাঁড়িয়ে থাকবে মঞ্চে, গ্রুপ B একে একে প্রবেশ করবে)

(চরিত্রসমুহ: গ্রুপ A এবং B এর সকলে)

অহিন : এই যে আপন! (রাগান্বিত হয়ে) এদিকে আয়! তোরা এবার তোদের সীমা ছাড়িয়ে গেছিস!

আপন : কী হইসে আবার? আবার নতুন নাটক নিয়ে আসছস (native এ বলবি) নাকি ঝগড়া করার জন্য?

রাফি : তোদের সমস্যা কী? তোরা কি মানুষের ভালো দেখতে পারোস না?

সাজিদ : সব সময় তোরা ঝামেলা বাধাস আর এখন আমাদেরকে দোষ দিচ্ছস? আমরা কী করসি?

ফাইয়াজ : তোরা করস নাই মানে? সব তো তোরাই করলি, এখন ভালো সাজতেসস খুব!!!

সিয়াম : (আশ্চর্য হয়ে) আমরা কী করলাম, কখন করলাম ভাই? দ্যাখ ফাইয়াজ, কোনো অবান্তর কথা বলে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করিস না, যা বলবি স্পষ্ট করে বল...

তাঈন : তোরা সবাই মিলে যে রাফির নামে নালিশ দিলি স্যারের কাছে, কাজটা কি ঠিক করসোস? আমরা তোদের কী ক্ষতি করসিলাম যে সারাদিন আমাদের পিছেই পড়ে থাকোস?

আপন : শুন ভাই, তোদের কোথাও ভুল হচ্ছে... পার্থকেই জিজ্ঞাসা কর তোরা, এটা আমরাও কেবলই জানলাম, আমরা নালিশ কেনো দিতে যাবো ভাই?

তামিম : তোরা আজ পর্যন্ত কোনোদিন সত্যি বলসোস? তোরা আমাদের ভালো কখনোই চাস নাই, নাহয় দিনরাত ঝগড়া করতিনা...

পার্থ : বিশ্বাস কর! আমি স্যারের কাছে আজকে যাই পর্যন্ত নাই... তোরা আমাদেরকে ভুল বুঝতেসস...

রাফি : (রেগে গিয়ে) কিছু করিস নাই? তাহলে এটা করসে কে? শালা মিথ্যুক!!!

[রাফি পার্থর দিকে আক্রমণাত্মকভাবে তেড়ে আসে, ঠিক তখনই শুরুতে পার্থর ফোনে এবং একে একে সবার ফোনে মেসেজ আসতে থাকে (এসময় mastermind সাজিদ কিছুটা পেছনে গিয়ে মেসেজ দেয়ার ভান করবে)]

আপন : এটা কী শুনলাম?? অহিন আর আরিবার মাঝে relation? কিরে আরিবা? তুই আমাদের কাছে এটা লুকিয়েছিলি কেন এতোদিন? এসব কি সত্যি?

[আরিবা নিশ্চুপ থাকে, অন্যদিকে সাজিদ কিছুটা অবাক হওয়ার নাটকে মগ্ন]

রাফি : (অবাক দৃষ্টিতে) অহিন?? তোকে আমার সবথেকে কাছের বন্ধুটা ভাবতাম, শেষমেশ তুই ওদের দলের কাউকেই পছন্দ করলি? এটা তুই করতে পারলি কীভাবে?

অহিন : (কিছুটা নিচু স্বরে) হ্যা, এটা সত্যি... আসলে অনেক আগ থেকেই ছিলো কিন্তু তোরা ভালোভাবে নিবিনা জেনেই বলতে পারিনাই...

ফাইয়াজ : (ব্যথার জন্য মাথায় হাত দিয়ে) না রে ভাই, আমি আসলেই আর নিতে পারতেসি না!!! একদিনে এতোকিছু!!! আরো কিছু হওয়ার বাকি আছে? সেটাও সেরে ফ্যাল তোরা!! যন্ত্রণা হইতেসে অনেক...

সিয়াম : তোদের সম্পর্ক আছে (native এ বলবা) এটা আমাদেরকে বললে আমরা তোদের খুন করতাম না রে, তোরা তাই বলে লুকাবি?

তামিম : এই কথার মীমাংসা পরে, আগে বল তোরা রাফির নামে দোষ দিলি কেন? কি ভাবসস আমরা এঈ কাহিনি শুনে আগেরটা ভুলে গেসি?? (পার্থর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে) এই পার্থকে ধর!! আজকে আমরাও দেখবো ও কীভাবে সত্যি না বলে যায়!!!